আরও আলোকিত প্রেস ক্লাব গড়ার স্বপ্নে

শওকত মাহমুদ

সময় ও কাল চির বহমান। অতীত দূরের, আবার কাছেরও। ভাষা ও গণতন্ত্রের অধিকারের সঙ্গে স্বাধীনতার সুপ্ত অঙ্গীকারের মন্থনে জাতি যখন উদ্বেলিত, তখন সৃজনের এক অনিবার্য প্রকাশ ধর্ম নিয়ে ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই জাতীয় প্রেস ক্লাব। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের অভিযাত্রায় এই প্রেস ক্লাব রচনা করেছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়পুঞ্জ, রুখে দাঁড়িয়েছে স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে।

জাতির গণতান্ত্রিক আর্তিকে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপ্নকে অকুতোভয়ে লালন করেছে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান। পঞ্চাশ বছরের তটস্থ দূরত্বকে আমরা অতিক্রম করেছি জাগৃতি ও দীপায়নের প্রলয় উল্লাসে। তাই আজকের এই ক্ষণটি আমাদের বড়ো গৌরবের, অফুরান অহঙ্কারের।

নীলক্ষেত থেকে পল্টন ময়দান– বাংলাদেশে রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির নির্ণয়ক্ষেত্র হলে তোপখানা রোডে, জাতীয় প্রেস ক্লাব তার হৃৎপিণ্ড। এই বেষ্টনীতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহ আপনাপন উপলব্ধিতে ধারণ করে আছে অসামান্য গৌরব। কিন্তু শ্লাঘনীয় এই জাতীয় প্রেস ক্লাব। দাঙ্গার প্রতিবাদে, নিষেধের নিগড় ভাঙতে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে প্রথম গর্জন উঠেছে এই চত্বর থেকে। বড়ো নিরাপোস এই প্রত্যয়। কাউকে স্বমতে দীক্ষিত বা মতান্তরিত করার প্রচারব্রত ছাড়াই। নইলে '৭১-র ২৫ মার্চ এ ভবনে হানাদারের গোলা পড়বে কেন? স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯টি বছর প্রেস ক্লাব জ্বালিয়ে রেখেছে চেতনার অনির্বাণ মশাল। ক্ষমতাবানের প্রতাপের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে দাঁড় করানোর মধ্য দিয়ে প্রেস ক্লাব জাগিয়ে তুলেছে এক প্রসারিত ভূ-খণ্ড, যার পরতে পরতে রয়েছে বীজবান বিশ্লেষণ, রুদ্ধ বিবরণ নয়।

বহিরঙ্গে রাষ্ট্রবোধ, গণতন্ত্রবোধ আর অন্তরঙ্গে শত শত সাংবাদিকের পেশাগত উৎকণ্ঠা এবং কুয়াশা ঘোচাতে মননের রৌদ্রসম্পাতের আয়োজন– এই চমৎকার ঐক্যময় অবস্থানে এগিয়ে চলেছে প্রেস ক্লাব। সাংবাদিকদের ঘরের বাইরে ঘর– দ্বিতীয় গৃহ। একজন সাংবাদিকের সামাজিকতা, পেশা নিয়ে ভাবনা, উৎকর্ষ অর্জনের অন্তহীন প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রকে চিন্তার শীর্ষে ধরে রাখা, মস্তিষ্কের স্বেদমোচন, চিত্তে নব নব প্রেরণার পুনর্ভরণ, পরিবার নিয়ে নির্মল বিনোদন– সবই প্রেস ক্লাবকে ঘিরে। ৫০টি বছরে কত কিছুই না হয়েছে। বদলেছে রাষ্ট্র, রাজনীতির

ঢং, ঘটেছে প্রলয়াবেগে নানান প্রযুক্তির উল্লম্ফন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা মহান পুরুষেরা যে সংকল্প রচনা করে দিয়ে গেছেন এর গঠনতন্ত্রের পুরোভাগে, তা থেকে কখনওই বিচ্যুত হননি এর সদস্যরা। বরং নানাক্ষণেই সেই বর্ণবিরল স্থাপত্য থেকে খুঁজে নিয়েছেন প্রেরণার সম্পাদ্য। এগিয়ে চলার শক্তি। পুরনো লাল ভবনের স্মৃতিটুকু আছে নতুন ভবনের সামনে লাল দেয়ালে। মাঝে ভিত্তিপ্রস্তর নতুন ভবনের, যাতে নাম লেখা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের, যিনি প্রেস ক্লাবের জন্যে জমি ও ভবন নির্মাণে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গেট দিয়ে ঢুকতে শহীদ সাংবাদিকদের নামের তালিকা সংবলিত প্রস্তর খণ্ড। পুরনো লাল ভবনের সেই দুরন্ত আড্ডা হয়তো নেই, কিন্তু আছে প্রবীণ-নবীনদের জমজমাট সমাবেশ।

প্রেস ক্লাব ভবনে এখন আধুনিকতার গাঢ় প্রলেপ পড়ছে। নির্মিত হতে যাচ্ছে বহুতল মিডিয়া কমপ্লেক্স। গত ২৭ নবেম্বর ২০০৪ সুবর্ণ জয়ন্তির অনুষ্ঠানে এর ভিত্তিফলক বসিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। একই সঙ্গে প্রেস ক্লাবের তাবৎ জমির চিরস্থায়ী ইজারার ঘোষণা দিয়ে তিনি সদস্যদের দুশ্চিন্তা দূর করেছেন। একুশ শতকে আরও আলোকিত এক প্রেস ক্লাব গড়ার স্বপ্নে আমরা সবাই বিভোর।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির (২০০৩-২০০৪) সাধারণ সম্পাদক